মরব : না-ভাই। নিপু : ণিকা। চতু : রিকার। শোকে,
তারা : সবাই। অন্য : নামে। আছেন : 'মর্ত্য।-লোকে'।

—ক্ষণিকা, সেকাল

এখানে দুটি শব্দের (নিপুণিকা, চতুরিকা) পর্বসন্ধিতে স্থাপিত হয়েছে উপযতি, আর তিন শব্দের (সহকারে, সারিকারে, মর্ত্য-লোকে) পর্বসন্ধিতে স্থাপিত হয়েছে লঘুযতি। প্রথম দুটি শব্দ অখণ্ড, তৃতীয়টি সমাসবদ্ধ। 'না-ভাই' এই জোড়া-শব্দের উপপর্বরূপটিও লক্ষণীয়। তা-ছাড়া, এই ছন্দে 'জল সেচিত' পর্বের একদল 'জল' শব্দটি আমাদের কণ্ঠে স্বতঃই পরবর্তী ত্রিদল শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি চতুর্দল পর্ব গঠন করে। আর এই চার দলের পর্বটিও স্বভাবতঃই দুই দলের দুটি উপপর্বে (জল্‌সে, চিত) বিভক্ত হয়।

দুই বা তিন দলের শব্দে পর্ববিভাগ থাকে না। তাই ও-রকম ছোট শব্দের মধ্যে উপযতি বা লঘুযতি স্থাপন করা যায় না।

২। অধিপ্রস্বর ও উপপ্রস্বরের অবস্থান

এ প্রসঙ্গে প্রস্বরের অবস্থানের বিষয়টাও চিন্তনীয়। গদ্যভাষায় বাক্‌পর্বের প্রথম শব্দের আদি দলের উপরে পড়ে প্রধান ঝোঁক বা **অধিপ্রস্বর**, অন্য শব্দের আদিতে **উপপ্রস্বর**। তেমনি, বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারিত হলে দীর্ঘ শব্দের বেলায় প্রথম শব্দপর্বের আদিদলের উপরে পড়ে অধিপ্রস্বর, অন্য শব্দপর্বের আদিতে উপপ্রস্বর। কিন্তু পদ্যভাষায় ছন্দপর্বের প্রথম উপপর্বের আদিতে পড়ে অধিপ্রস্বর, অন্য উপপর্বের আদিতে উপপ্রস্বর। যদি কোনো দীর্ঘ শব্দের মধ্যে লঘুযতি স্থাপিত হয় তবে লঘুযতির পরবর্তী শব্দপর্বের আদিতেই পড়ে অধিপ্রস্বর, আর প্রথম শব্দপর্বের আদিতে উপপ্রস্বর। অর্থাৎ অবস্থাবিশেষে অধিপ্রস্বর শব্দের মধ্যেও স্থাপিত হতে পারে, সে অবস্থায় উপপ্রস্বর পড়ে শব্দের আদিতে। দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে।

মরব : না-ভাই। নিপু : ণিকা। চতু : রিকার। শোকে,
তারা : সবাই। অন্য : নামে। আছেন : মর্ত্য।-লোকে।

একটু মন দিয়ে শুনলেই টের পাওয়া যাবে, এই দৃষ্টান্তের প্রতি পর্বেই প্রথম উপপর্বের আদিতে পড়ে অধিপ্রস্বর, আর দ্বিতীয় উপপর্বের আদিতে উপপ্রস্বর। পঙ্‌ক্তিশেষের দুই পর্ব অপূর্ণ, এক উপপর্ব নিয়ে গঠিত। এই দুই উপপর্বের (শোকে, লোকে) উপরেই পড়ে অধিপ্রস্বরের ঘা। দেখা যাচ্ছে 'মর্ত্যলোকে' শব্দের প্রথমাংশ (মর্ত্য) এখানে প্রযুক্ত হয়েছে পূর্ববর্তী পর্বের দ্বিতীয় উপপর্ব রূপে, তাই তার উপরে পড়েছে উপপ্রস্বরের মৃদু ঘা। আর, তার শেষাংশ নিয়ে গড়া হয়েছে পরবর্তী পর্বের আদি উপপর্ব, তাই তার আদিতে পড়েছে অধিপ্রস্বরের প্রবল ঘা। বোঝা গেল, অবস্থাবিশেষে ছন্দের খাতিরে বাংলা শব্দের মধ্যেও প্রবল প্রস্বর পড়তে পারে।—এই দৃষ্টান্তটির উপরে একটু হাত বুলিয়ে এটির শেষ অপূর্ণ পর্ব দুটিকে পূর্ণ রূপ দেওয়া যাক।—

Scanned by CamScanner

মরব : না-ভাই। নিপু : ণিকা। কিংবা : চতু। রিকার : শোকে,
তারা : সবাই। অন্য : নামে। আছেন : মোদের। মর্ত্য : লোকে।

এবার 'চতুরিকা' শব্দের পর্বসন্ধিতে আছে লঘুযতি, আর 'মর্ত্যলোকে' শব্দের পর্বসন্ধিতে উপযতি। ফলে এবার উপপ্রস্বর পড়ল 'চতুরিকা' শব্দের আদিতে, আর অধিপ্রস্বর শব্দের মধ্যে দ্বিতীয় উপপর্বের আদিতে। পক্ষান্তরে 'মর্ত্যলোকে' অধিপ্রস্বর ও উপপ্রস্বর নিজেদের মধ্যে স্থানবদল করেছে—অধিপ্রস্বর চলে এল আদিতে, আর উপপ্রস্বর চলে গেল মধ্যে। অধিপ্রস্বর ও উপপ্রস্বরের এ-রকম অবস্থান-বদল বাংলা ছন্দের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ।

অন্য রীতির ছন্দেও বাংলা প্রস্বরের এই লীলা দেখা যায়। যেমন—

বুড়ার : গান : তাহে। ডুবিয়া : যায়,
তুফান : মাঝে : ক্ষীণ। তরী—
কেবল : দেখা যায়। 'তান : পুরায়'
আঙুল : কাঁপে : থর। থরি।···
কোলের : সখী : 'তান। পুরার' : 'পরে
রাখিল : লজ্জিত। মাথা,
ভুলিল : শেখা : গান। পড়িল : মনে
বাল্য : ক্রন্দন। গাথা।

—সোনার তরী, গানভঙ্গ

উদ্ধৃত অংশে 'লজ্জিত' (লজ : জিত) ও 'ক্রন্দন' (ক্রন্ : দন) শব্দের যুক্তাক্ষর ভেঙে উপপর্ব-বিভাগ দেখানো হয়নি অর্থবোধের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে। এখানে আসল লক্ষণীয় বিষয় এই যে, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'তান : পুরায়' শব্দে 'তান্' দলের উপরে পড়ে অধিপ্রস্বরের প্রবল ঘা, আর পরবর্তী 'পু' দলের উপরে পড়ে উপপ্রস্বরের মৃদু ঘা, কিন্তু তৃতীয় পঙ্‌ক্তির 'তান। পুরার' শব্দে এই দুই প্রস্বরের আসন-বদল হয়েছে। কারণ প্রথম শব্দের পর্বসন্ধিতে আছে উপযতি, আর দ্বিতীয় শব্দের পর্বসন্ধিতে আছে লঘুযতি।

এবার আর-এক রীতির রচনা থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

হে-মোর : দুর্ভাগা : দেশ ॥ যাদের : করেছ : 'অপ। মান',
'অপ : মানে'। হতে : হবে ॥ তাহা : দের। সবার : সমান।

—গীতাঞ্জলি—১০৮, 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ'

প্রথম পঙ্‌ক্তির 'অপ। মান' শব্দের উপপ্রস্বর ও অধিপ্রস্বর নিজেদের আসন বদলে নিয়েছে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'অপ-মানে' শব্দে। কারণ এই দুই শব্দের পর্বসন্ধিস্থিত যতির গুরুত্বভেদে দ্বিবিধ প্রস্বরের অবস্থান-পরিবর্তনের এই প্রবণতা নিতান্ত অলক্ষিতভাবেই বাংলা ছন্দে ধ্বনিসৌন্দর্যবৃদ্ধির সহায়তা করে।

৩। পূর্ণযতি ও অর্ধযতির অবস্থান

পূর্ণযতি স্বভাবতঃই স্থাপিত হয় ছন্দ পঙ্‌ক্তির শেষ প্রান্তে। কবি মধুসূদন অবশ্য এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু সে শুধু এক রকম

Scanned by CamScanner